নিরাপদ কর্মপরিবেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২৩, ২৪ কারওয়ান বাজার, বিএফডিসি ভবন, ঢাকা-১২১৫
www.dife.gov.bd

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.০০৩(৫০১-৬৫০).১৭.১৮৮

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৪
৩১ অক্টোবর ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক- ০৫/১১/২০১৫ থেকে ০৯/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনের অর্জিত ছুটির আবেদন করে ১০/১১/২০১৫ থেকে ১৬/০২/২০১৬ পর্যন্ত ৯৯ (নিরানব্বই) দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এধরণের অননুমোদীতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা অভিযুক্ত কর্মচারীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তিনি ইচ্ছামত কর্মস্থলে আগমন ও প্রস্থান করেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে অযাচিতভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন ও মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ করে হয়রানি করেন। এ ধরণের আচরণ অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)-এর শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও (সি) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক- এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং- ০৩/২০১৬ রুজু করে অভিযোগনামার জবাব দাখিলসহ ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করতে ইচ্ছুক কী না জানতে চাওয়া হয়। ১৬/০৭/২০১৬ তারিখে তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেন এবং অব্যাহতি প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রার্থণা করেন।

৩০/০৩/২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার বলেন যে- অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে কাজে যোগদান করেছে। অন্যান্য অভিযোগ সঠিক নয় এবং এমন অন্যায় আর করবেন না।

লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত আবশ্যক প্রতীয়মান হওয়ায় অত্র অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব), ডা. সৈয়দ আবুল এহসান-কে আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ১৯/০৭/২০১৭ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি)- এ বর্ণিত অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে- মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন।

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও (সি) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) বিধি মোতাবেক কেন গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না মর্মে অত্র অধিদপ্তরের ১৩/০৯/২০১৭ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.৬৭১.১৭-৭৮০/১(১) নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার-কে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি পত্রসাথ সংযুক্ত করা হয়। তিনি ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে- ০৫/১১/২০১৫ তারিখ হতে ০৯/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত

০৫ (পাঁচ) দিনের অর্জিত ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন; পরবর্তীতে লিভারের সমস্যা ও জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৬/০২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ডাক্তারের ব্যবস্থাধীন ও বিশ্রামে ছিলেন এবং ১৭/০২/২০১৬ তারিখে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজে যোগদান করেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন এবং ০৫/১১/২০১৫ হতে ১৬/০২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করেছেন।

অভিযোগনামার লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার ০৫/১১/২০১৫ হতে ০৯/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনের অর্জিত ছুটির আবেদন করে ১০/১১/২০১৫ হতে ১৬/০২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৯৯ (নিরানব্বই) দিন অসুস্থতাজণিত কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত শুনানিতেও তিনি বর্ণিত সময়ে অসুস্থতাজণিত কারণে অনুপস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নথিপত্র পর্যালোচনায় ও সময়ে সময়ে উপমহাপরিদর্শক, মৌলভীবাজার কর্তৃক প্রেরিত পত্রসমূহ থেকে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার এর ৯৯(নিরান্নব্বই) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। অসুস্থতাজণিত কারণে অনুপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করলেও তিনি যথাযথ প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি।

তার বিরুদ্ধে আনীত ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান করা এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে অযাচিতভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা ও মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ করে হয়রানির বিষয়ে অভিযোগনামার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার অভিযোগটি অস্বীকার করেন। তদন্ত কর্মকর্তার লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়- অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকাকালে তৎকালীন উপমহাপরিদর্শক, জনাব ফরিদ আহমেদ কর্তৃক মহাপরিদর্শক বরাবর প্রেরিত পত্রে অভিযুক্ত কর্মচারীর যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করা এবং চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ১১ (এগারো) জন শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক পত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিলো- এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত কর্মচারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগ স্বীকার করে তা ভুল হয়েছিলো মর্মে স্বীকার করেন। ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থানের বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মচারী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামায় উল্লিখিত সময়ের অভিযোগ স্বীকার করেন এবং এখন নিয়মিত অফিস করছেন মর্মে জানান। অভিযুক্ত কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় জানা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী মো. আবুল বাশার বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছামত অফিসে অনুপস্থিত থেকেছেন এবং দাপ্তরিক কাজে মনোনিবেশ করেননি।

সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানি ও বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও উপরিউক্ত পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও (সি)- এ বর্ণিত অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি)- এ বর্ণিত অসদাচরণ ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক সরকারী চাকুরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হলো

০২। তার নিকট সরকারের প্রাপ্য পাওনাদি (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ্যাক্স: ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.০০৩(৫০১-৬৫০).১৭.১৮৮/১(১৩)

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৪
৩১ অক্টোবর ২০১৭

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১) ভারপ্রাপ্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এর অধিশাখা , কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৬) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৭) উপ মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৮) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৯) উপমহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১০) জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১১) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), হিসাব উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১২) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১৩) মো. আবুল বাশার, অফিস সহায়ক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মৌভলীবাজার

৩১-১০-২০১৭
মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক